ইউনিট ৮

ব্যক্তিগত জীবনে খ্রীষ্ট

ভূমিকা

খ্রীষ্টের মৃত্যুতে যীশুর শিষ্যেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যীশুর পুনরুত্থানের পর তিনি চল্লিশ দিন এ জগতে থেকে শিষ্যদের কাছে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে তাদের সাহস ও সবল করেছেন। স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি সচেতন করে দিয়েছিলেন যে, তোমাদের ভয় নেই আমি তোমাদের জন্য এক সহায় পাঠিয়ে দেব তিনি হলেন পবিত্র আত্মা। তিনি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থেকে আশ্চর্য কাজ করতে সাহায্য করবেন। আমার বাক্য পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করতে সাহস ও শক্তি দেবে। তাই খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ১০দিন পর অর্থাৎ পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার বর্ষন হয় ফলে তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি লাভ করেন। এ পবিত্র আত্মা সাধু পৌল লাভ করে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য সাহসের সঙ্গে প্রচার করেন। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল যে খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে সর্বদা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে চান যদি আমরা তাকে আমাদের জীবনে স্থান দিতে চাই। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা আত্মার রূপান্তরকারী ক্ষমতা লাভ করতে পারি। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সকলে যেন এ পবিত্র আত্মার দান লাভে সচেষ্ট থাকি। তিনি প্রত্যেককে এ দান দিতে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখন এ দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের যেন আমরা মনে প্রাণে প্রস্তুত হই এ দান গ্রহণ করতে।

এ অধ্যায়ে যীশুর সকল শিষ্যেরা কিভাবে পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করেন এবং সে শক্তি লাভে তারা কিভাবে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন এবং শৌলের জীবনে খ্রীষ্ট কিভাবে দেখা দিয়ে মন পরিবর্তন করেন সে ঘটনা আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৮.১ শৌলের মন পরিবর্তন
পাঠ- ৮.২ পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ

পাঠ ১.১ শৌলের মন পরিবর্তন (প্রেরিত ৯:১-১৮ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শৌলের অতীত জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাধু শৌল কিভাবে খ্রীষ্টের দর্শন লাভ করলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- যীশু পাপী মানুষকে ভালবাসেন এবং তাদের জীবন পরিবর্তন করে তাদের খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহনে ব্যবহার করেন সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

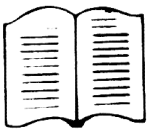

যীশুর স্বর্গারোহণের পর শিষ্যেরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে নির্ভয়ে দেশ দেশান্তরে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করছিলেন। তাদের প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য মানুষ খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে। পরে বাপ্তিস্ম নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিলেন। এছাড়া শিষ্যরা অনেক আশ্চর্য কাজ করতে লাগলেন। এর ফলে শিষ্যদের উপর অত্যাচার নেমে এল।

যীশুর এক শিষ্য স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যাকরা হয়। শৌল এ হত্যার সহযোগীতা করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ইহুদী। সিলিসিয়ার তার্স নগরে তার জন্ম। ইহুদী ধর্মের প্রতিটি বিধি নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি গমলীয়ের চরণে মানুষ হয়েছেন। পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ নিয়মানুসারে শিক্ষিত হয়েছেন। ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। আর তাই প্রেরিত শিষ্যদের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই যখন খ্রীষ্টিয় ধর্মমত গ্রহণ করতে শুরু করে তখন তিনি তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন "আমি ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম। প্রাণনাশ পর্যন্ত এ পথের প্রতি উপদ্রব করতাম। স্ত্রী ও পুরুষদের বেঁধে কারাগারে রাখতাম। এ বিষয়ে মহাযাজক ও প্রাচীনবর্গ আমার সাথী ছিলেন। একদিন মহাযাজকের কাছ থেকে আমি ভ্রাতৃগণের সমীপে পত্র নিয়ে দম্মেশকে যাত্রা করেছিলাম যেন সেখানে গিয়ে তাদের খ্রীষ্ট ভক্তদের বেধে যিরুশালেমে নিয়ে আসি। যেন তাদের দণ্ড দেওয়া হয়। (প্রেরিত ২২:৪-১১ পদ)

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন চালাবার জন্য প্রধান যাজকদের দেওয়া ক্ষমতা ও দায়িত্বভার নিয়ে শৌল দাম্মেশকে যাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে শৌলের চারিদিকে উজ্জ্বল হয়ে চমকিয়ে উঠল। শৌল ভূমিতে পড়ে একটি রব শুনতে পেলেন "শৌল শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? শৌল তখন উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনি কে"? উত্তর এল, "আমি যীশু, যাহাকে তুমি তাড়না করিতেছ কিন্তু উঠ নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা বলা যাইবে"। শৌলের সহযাত্রীরা অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা ঐ বাণী শুনেছিলেন কিন্তু কাউকে

দেখতে পাননি। পরে শৌল উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তার সঙ্গীরা তাকে ধরে নিয়ে দাম্মেশকে নিয়ে গেলেন। তিনি তিন দিন পর্যন্ত দৃষ্টিহীন ছিলেন এবং কিছুই ভোজন ও পান করেন নি।

দাম্মেশকে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাকে দর্শন দিয়ে বললেন যে, তুমি উঠ, সরল নামক পথে গিয়ে যিহুদার বাড়িতে গিয়ে দেখবে যে তার্স নগরের শৌল সেখানে আছেন এবং প্রার্থনা করছেন। তিনি প্রার্থনায় দেখছেন যে অননিয় নামে একজন তার উপরে হস্তার্পন করছেন যেন তিনি দৃষ্টি পান।

অননিয় এ কথা শুনে ভয় পেয়েছিল কারণ তিনি জানতেন যে শৌল তিনি যিরূশালেমে পবিত্র গণের উপর উপদ্রব ও অত্যাচার করতে এসেছেন। প্রভু অননিয়কে বললেন যে, "তুমি যাও কারণ সে আমার নাম বহনার্থে আমার মনোনীত পত্র"। আমার নামের জন্য তাকে কত কষ্ট ভোগ করতে হবে তা দেখতে পাবে। তখন অননিয় যিহুদার বাড়িতে গিয়ে তাঁর উপর হস্থার্পন করে বললেন, "ভ্রাত শৌল, প্রভু, কই যীশু তিনি তোমার আসিবার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তুমি দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও"। আর অমনি শৌলের চোখ থেকে যেন আইস পড়ে গেল এবং তিনি দেখতে পেলেন। পরে তিনি উঠে বাপ্তাইজিত হলেন এবং আহার করে বল প্রাপ্ত হলেন।

আর তিনি কযেকদিন শিষ্যদের সাথে দাম্মেশকে থাকলেন। পরে সমাজ গৃহে যীশুর কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, "তিনিই ঈশ্বরের পুত্র"। শৌল উত্তর উত্তর শক্তিমান হতে লাগলেন এবং দাম্মেশকের যিহুদীদের কাছে এ সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করলেন যে "ইনি সেই খ্রীষ্ট"।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. শৌলের জন্ম স্থান কোথায়?

(ক) দাম্মেশকে (গ) দিকাপলি
(খ) কিলিকিয়া (ঘ) তার্স নগর

২. তিনি জাতীতে কি ছিলেন?

(ক) যিহুদী (গ) ইহুদী
(খ) গ্রীক (ঘ) মাদীয়

৩. তিনি কার কাছে পড়াশুনা করেছেন?
(ক) অধ্যাপক (গ) পিতামাতা
(খ) মহাযাজক (ঘ) গমলীয়েল

৪. শৌল দাম্মেশকে যাচ্ছিলেন কেন?
(ক) আত্মীয় স্বজনকে দেখতে
(খ) মহাযাজকের সাথে দেখা করতে
(গ) খ্রীষ্ট ভক্তদের বেঁধে আনতে
(ঘ) খ্রীষ্ট ভক্তদের বধ করতে

৫. দাম্মেশকের পথে কে তার সঙ্গে কথা বললেন?
(ক) সঙ্গীরা
(খ) ঈশ্বর
(গ) খ্রীষ্ট যীশু
(ঘ) মহাযাজক

৬. তিনি কি কথা শুনতে পেলেন?
(ক) শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করছ?
(খ) শৌল, শৌল, বিশ্বাসীদের কেন অত্যাচার করতে যাচ্ছ?
(গ) শৌল, শৌল, কিসের জন্য দাম্মেশকে যাচ্ছ?
(ঘ) শৌল, শৌল, কেন তুমি স্ত্রী পুরুষদের ধরতে যাচ্ছ?

৭. কার বাড়িতে শৌলকে সাথীরা নিয়ে গেল?
(ক) পিতরের বাড়ি
(খ) শমূয়েলের বাড়ি
(গ) যিহ দার বাড়ি
(ঘ) অননিয়ের বাড়ি

৮. কে এসে শৌলের চোখ স্পর্শ করলেন?
(ক) পিতর
(খ) যাকোব
(গ) যোহন
(ঘ) অননিয়

৯. শৌলের মন পরিবর্তনের পর তিনি কি করলেন?
(ক) পালিয়ে বেড়ালেন
(খ) যিহ দীদের উপর অত্যাচার করলেন
(গ) বাড়ি ফিরে গেলেন
(ঘ) সমাজ গৃহে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন

পাঠ ৭.২

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ (প্রেরিত ২:১-১৪ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পঞ্চাশত্তমীর দিনে কিভাবে পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়েছিল সে বিষয়টি বলতে পারবেন;
- পবিত্র আত্মার পূর্ণতার ফল ও কাজ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

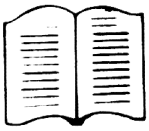

যীশুর পুনরুত্থানের পর চল্লিশ পর্যন্ত যীশু শিষ্যদের দেখা দিয়ে বিশ্বাসে দৃঢ় করেছেন। একদিন শিষ্যরা যীশুকে প্রশ্ন করলেন, "প্রভু আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন"? যীশু তাদের বললেন, "সে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীন রাখিয়াছেন, তাহা তোমাদের জানিবার বিষয় নয়"। তারপর যীশু বললেন, পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হবে, পরে তোমরা যিরূশালেমে, যিহ দীয়া, শমরিয়াদেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাথী হবে। এই বলে তিনি উর্দ্ধেনীত হলেন।

স্বর্গারোহণের দশ দিন পরে সকল শিষ্যরা যখন একস্থানে সমবেত ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশ হতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসল এবং যে গৃহে তারা বসেছিলেন সেই গৃহের সব জায়গায় ছড়িয়ে গেল। আর অগ্নির জিহ্বার মত অংশ তাদের প্রত্যেক জনের উপর পড়তে লাগল। ফলে তারা প্রত্যেকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। পরে পবিত্র আত্মা তাদের যেরূপ বক্তৃতা দান করলেন, তদনুসারে তারা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

ঐ সময়ে যিহ দীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হতে আগত ভক্তলোকেরা যিরূশালেমে বাস করছিল আর যখন সেই ধ্বনি হল তখন সেই ধ্বনি শুনে অনেক লোক সেখানে সমাগত হল। এছাড়া আরও আশ্চর্যের বিষয় হল যে, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় তাদের প্রচার শুনতে পেল। এ ঘটনা দেখে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য ও চমৎকৃত হল। বলাবলি করতে লাগল যে এরা তো গালীলিয় তবে কেমন করে সম্ভব যে তারা প্রত্যেকের জন্মদেশীয় ভাষায় কথা বলছে? যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা হলেন পার্থীয়, মাদীয়, এসমীয়, মিসপতামিয়া, যিহ দীয়া, ওকাপ্পাদকিয়অ, পন্ত, আশিয়া, ফরুগিয়া, পাম্ফুলিয়া, মিসর, ক্রীতীয় ও আরবীয়। তারা সকলে নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহৎ মহৎ বাক্যের ও কর্মের কথা শুনে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কিভাবে পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়।
(ক) ঝড়ের মত (গ) মেঘ গর্জনের মত
(খ) বিদ্যুৎ চমকানোর মত (ঘ) প্রচণ্ড বায়ু বেগের শব্দ বৎ একটা শব্দ

২. প্রত্যেক শিষ্যের উপর কি এসে বসল?
(ক) কপোত (গ) অগ্নিবৎ জিহবা
(খ) পাতা (ঘ) শিশির

৩. শিষ্যেরা আত্মাতে পূর্ণ হয়ে কি করলেন?
(ক) উচ্চস্বরে গান গাইলেন (গ) কাঁদলেন
(খ) প্রার্থনা করলেন (ঘ) ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দিলেন

৪. যারা উপস্থিত ছিলেন তারা নিজ নিজ ভাষায় বক্তৃতা শুনে তাদের কি হলো?
(ক) আশ্চর্য হলো (গ) অবাক হলো
(খ) বিস্ময়াপন্ন হল (ঘ) চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শৌল কি কি ভাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করে, উল্লেখ করুন।

২. শৌলের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

৩. কিভাবে দামেশকের পথে যীশু দর্শন দিরেন ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বলুন।

৪. কে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন? তাকে কে দর্শন দিলেন ব্যাখ্যা করুন।

৫. শৌল বাপ্তাইজিত হয়ে খ্রীষ্টের জন্য কি কি কাজ করতে আরম্ভ করেন।

৬. পঞ্চাশত্তমীর অর্থ কি?

৭. পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করুন।

৮. পবিত্র আত্মার ফল কি হল?

৯. যে যে দেশের লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন সে জায়গাগুলো ম্যাপে দেখুন।